رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

التَّحْذِيرُ مِنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ

بنغالي

বাংলা

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ থেকে সতর্কীকরণ

সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

التَّحْذِيرُ مِنْ بِنَاءِ المَسَاجِدِ
عَلَى القُبُورِ

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ থেকে সতর্কীকরণ

لِسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازٍ
رَحِمَهُ اللهُ

সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দশম পুস্তিকা:
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ থেকে সতর্কীকরণ

আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর।

অতঃপর: ইসলামিক সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সংখ্যায় "মাসের মুসলিম সংবাদ" বিভাগে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন আমি দেখেছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জর্ডানের হাশেমি কিংডমের ইসলামিক সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি আবিষ্কৃত রাহিব গ্রামের গুহার উপর একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই গুহাটি সম্পর্কে বলা হয় যে, এখানেই কুরআনে উল্লিখিত আসহাবে কাহফ (গুহাবাসী) ঘুমিয়ে ছিলেন। সমাপ্ত।

আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপদেশ প্রদানের বাধ্যবাধকতার কারণে; আমি জর্ডানের হাশেমি রাজ্যের ইসলামিক সায়েন্সেস অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাগাজিনে একটি বক্তব্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; যার মূল বিষয়বস্তু: উল্লেখিত গুহার উপর মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েশনকে উপদেশ প্রদান করা; কারণ, নবী ও সৎকর্মশীলদের কবর এবং তাদের নিদর্শনের উপর মসজিদ নির্মাণ করা

থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরীয়ত নিষেধ করেছে, সতর্ক করেছে এবং যারা এটি করে তাদেরকে লা'নত করেছে। কারণ এটি শির্কের মাধ্যম এবং নবী ও সৎকর্মশীলদের নিয়ে অতিরঞ্জনের শামিল। বাস্তবতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তা সত্য ও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং এটি একটি উজ্জ্বল প্রমাণ ও অকাট্য দলীল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন এবং উম্মতের কাছে যা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তা সত্য। যে কেউ ইসলামী বিশ্বের অবস্থা এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এর ওপর কার্পেটিং ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং এর জন্য খাদেম নিয়োগ-এর কারণে তাতে ঘটে যাওয়া শিরক ও অতিরঞ্জন পর্যবেক্ষণ করে দেখবে, সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে, এগুলো শিরকের মাধ্যম। ইসলামী শরীয়তের অন্যতম সৌন্দর্য হলো এগুলো থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং এসব নির্মাণ থেকে সতর্ক করা।

এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো, ইমাম বুখারী ও মুসলিম -রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা- বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، قالَتْ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، قالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا».

“আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে অভিসম্পাত করুন, তারা তাদের নবীদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: তিনি তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করছিলেন। তিনি বলেন: যদি তা না হতো তাহলে তার কবরকে প্রকাশ করা হতো। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তার কবরকে সেজদার স্থান বানানো হতে পারে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরো বর্ণিত আছে যে, “উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জা এবং তাতে যেসব ছবি ছিল তা উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ؛ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

“তারা এমন জাতি যে, তাদের মধ্যে কোনো নেককার ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে ঐসব চিত্রকর্ম অংকন করত। তারা হলো, আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট সৃষ্টি।”

সহীহ মুসলিমে জুনদুব ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি:

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

"তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চাইছি; কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমনভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকেই গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেককারদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।" এই বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে।

চার মাযহাবের ইমামগণ এবং অন্যান্য মুসলিম আলেমগণ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ থেকে সতর্ক করেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করণার্থে এবং উম্মতের কল্যাণের জন্য তাদেরকে সতর্ক করার জন্য, যেন তারা পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মতো

অতিরঞ্জনের মধ্যে না পড়ে এবং এই উম্মতের পথভ্রষ্টদের মতো না হয়।

অতএব, জর্ডানের ইসলামিক সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, ইমামদের পথ অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা থেকে সতর্ক করেছেন তা থেকে সতর্ক থাকা; কেননা এতে রয়েছে বান্দাদের সংশোধন, সুখ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি। কিছু মানুষ এই বিষয়ে আসহাবুল কাহাফের কাহিনীতে উল্লেখিত আল্লাহর মহিমান্বিত বাণী দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকে:

﴿...قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّسۡجِدٗا﴾

বলল, 'আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব।' [আল-কাহাফ: ২১]

এর জবাব হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই সময়ের নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাধরদের সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, তারা এ কথাটি বলেছিল। এটি তাদের প্রতি সন্তুষ্টি বা সমর্থনের জন্য নয়, বরং তাদের কাজের নিন্দা, দোষারোপ এবং তাদের কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। এর ওপর প্রমাণ হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার উপর এই আয়াত নাযিল করা হয়েছে এবং যিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী; তিনি তার উম্মতকে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ থেকে নিষেধ করেছেন, তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক

করেছেন এবং যারা এ কাজ করেছে তাদেরকে লানত ও নিন্দা করেছেন।

যদি এটি জায়েয হতো তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কঠোরভাবে সতর্ক করতেন না এবং এত অধিক গুরুত্বারোপ করতেন না যে, তিনি এমন কাজ সম্পাদনকারীকে লা'নত করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর এটুকুই সত্যের অনুসন্ধানকারীর জন্য যথেষ্ট ও সন্তোষজনক। যদি ধরে নিই যে, আমাদের পূর্ববর্তী জাতির জন্য কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ ছিল; তবুও আমাদের জন্য তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়; কেননা আমাদের শরী'আত পূর্ববর্তী সকল শরী'আতকে রহিত করেছে, এবং আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ নবী, তার শরী'আত পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন। তিনি আমাদেরকে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ থেকে নিষেধ করেছেন; সুতরাং তার বিরোধিতা করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। বরং তার আনুগত্য করা, যা তিনি নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধরা এবং পুরাতন শরী'আত ও তাদের নিকট পছন্দনীয় রীতিসমূহ পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য আবশ্যক; কেননা আল্লাহর শরী'আতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ কিছু নেই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথনির্দেশের চেয়ে উত্তম কোনো পথনির্দেশ নেই।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের

এবং সকল মুসলিমকে তাঁর দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়াহ আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করেন; কথা ও কাজ, প্রকাশ্য ও গোপন এবং সকল বিষয়ে, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করি। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন এবং অতি সন্নিকটে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

***

رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

رسالة الحرمين

হারামাইন বার্তা

উল-হারাম এবং মসজিদে নববী অভিমুখী যাত্রীদের জন্য
নির্দেশিকা বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাষায়.